দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 Feb 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

০১

২০ দফা মেনে নেয়ার আহ্বান

মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের দুরবস্থার জন্যে সরকার দায়ী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে মেডিক্যাল শিক্ষক ও চিকিৎসকদের ওপর চালাও অভিযোগের প্রতিবাদ করে বাংলাদেশ মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বলেছে, মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের দুরবস্থার জন্য সরকারই দায়ী।

মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বিশ দফা দাবী বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে ফেডারেশন বলেছে, অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে না এগোলে পরিণতির দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে বইতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার এক সাং-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন)

মেডিক্যাল শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

বাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের মহাসচিব ডাঃ গাজী আবদুল হক একথা জানান। এ সময় সংগঠনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক এ,বি ভুঁইয়া, অধ্যাপক টি,এ চৌধুরী, অধ্যাপক এম,এ মান্নান, অধ্যাপক নাজমুল হুদা, অধ্যাপক আলাউদ্দিন, অধ্যাপিকা আনোয়ারা বেগম, অধ্যাপিকা রওশন আরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ হক স্বাস্থ্য খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশে ২ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে প্রায় দেড় লাখ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষক পরিচালিত একটি ক্যান্সার ওয়ার্ড থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বাধুনিক লিনিয়ার একসিলেটর মেশিন সেখানে না বসিয়ে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে আদৌ কোন রেডিও থেরাপিষ্ট নেই। তিনি উল্লেখ করেন, হাসপাতালগুলোতে নামেমাত্র ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এ বছরে প্রয়োজন ১৪ কোটি টাকা। বরাদ্দ আছে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

মেডিক্যাল শিক্ষক হিসেবে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব স্নাতক চিকিৎসক, স্নাতকোত্তর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষক তৈরী। অথচ এ মুহূর্তে তিন হাজার চিকিৎসক প্রশিক্ষণশেষে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রয়েছে প্রশাসনিক নৈরাজ্য। বদলি, নিয়োগ, পদোন্নতি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা প্রয়োগ করা হয় না। মেডিক্যাল কলেজগুলোর সাফল্য সম্পর্কে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে কলেজসমূহে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে, দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই, সেশন জট নেই। অথচ মেডিক্যাল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অত্যন্ত কম। শিক্ষকদের গবেষণা সুযোগ সীমিত, বাসস্থান নেই। সর্বোপরি ত্রয়ী শাসনে আবদ্ধ রয়েছে মেডিক্যাল শিক্ষা। পরীক্ষা ও সনদপত্র দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। নিয়োগ বদলি নির্ধারণ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ডাঃ হক মত দেন, মূল সমস্যার সমাধান না করে শিক্ষক ও ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলে সমাধান মিলবে না। শতকরা ৫ ভাগেরও কম শিক্ষক প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সাথে জড়িত। কর্তব্যে অবহেলা করে কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। হাসপাতালের ডাক্তাররা অতিরিক্ত কাজের চাপে ভারাক্রান্ত। বাংলাদেশের প্রতি আড়াই লাখ লোকপিছু একজন সার্জন, স্ত্রী রোগবিশেষজ্ঞ ও ফিজিশিয়ান রয়েছেন। ৫ কোটি শিশুর জন্য শয্যা আছে মাত্র ৩৫০টি। নবজাতকদের জন্য কোন শয্যাই নেই। এমতাবস্থায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করা হলে জনগণের দুর্ভোগ বাড়বে, ক্লিনিকগুলো সমস্যায় পড়বে। অন্যদিকে হাসপাতালের অভ্যন্তরে তথাকথিত ইন্সটিটিউশনাল প্র্যাকটিস দুর্নীতির সহায়ক হবে মাত্র।

যেখানে শতকরা ৫ ভাগেরও কম মেডিক্যাল শিক্ষক প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সাথে জড়িত সেখানে এ প্র্যাকটিস বন্ধ করলে অসুবিধা কোথায়, প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগীদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করা হচ্ছে কেন, ইন্সটিটিউশনাল প্র্যাকটিসে সমস্যাটা কি---এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে অধ্যাপক ভুঁইয়া বলেন, সরকারী হাসপাতাল গুলোতে রোগীদের সেবা করার সুযোগ সীমিত। সেজন্যই রোগীরা ডাক্তারদের চেম্বারে যাচ্ছে। অবশ্যই কিছু ক্লিনিক বিপুল টাকা আদায় করে। তা ডাক্তাররা পান না।

অধ্যাপক টি, এ চৌধুরী বলেন, সরকারী হাসপাতালগুলোতে অব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না। অধ্যাপক আলাউদ্দিন ব্যাখ্যা দেন, ইন্সটিটিউশনাল প্র্যাকটিস মানে হাসপাতালগুলোতে দু'বেলা আউটডোর চালু থাকবে। সকালে আসবে গরীবেরা, বিকেলে ধনীরা। হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে নানা কারণে ধনীরাই প্রাধান্য পাবেন।

বিদেশে মেডিক্যাল ছাত্ররা যেখানে শিক্ষাজীবনে ৮/৯ হাজার ঘন্টা পায় সেখানে বাংলাদেশে পায় ৩৬শ ঘন্টার মত। অন্যদিকে পরীক্ষাও পেছানো হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ডাঃ হক স্বীকার করেন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে এমনটি হয়।

তিনি জানান, সরকার স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। মেজর জেনারেল এম আর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটির ভিত্তিতে এটা করা হচ্ছে। অথচ এ কমিটিতে আমাদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এ পর্যন্ত সরকার ৭টি কমিটি গঠন করেছেন। এ সরকারের আমলে ৪টির মধ্যে ২টি রিপোর্ট দিয়েছে। হেলথ ম্যানপাওয়ার প্লানিং কমিটির রিপোর্ট ছাড়া বাকীগুলোর সুপারিশ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি উল্লিখিত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবী জানান।